তারাছায়া
নিবেদিত

মানিকচাঁদ

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা
অজিত গাঙ্গুলী

বিশ্ব পরিবেশনা
শ্রী রঞ্জিৎ পিকচার্স প্রাঃ লিঃ

তারাছায়ার প্রথম নিবেদন

ম্যাণিকচাঁদ

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :

অজিত গাঙ্গুলী

প্রযোজনা : **পেলব মৈত্র**

গীত রচনা :

শিবদাস বন্দোপাধ্যায় ও সমীর ঘোষ

সঙ্গীত পরিচালনায় :

কালীপদ সেন, অনুপম মুখার্জী. শৈলেশ রায়, অসীম চ্যাটার্জী

চিত্রগ্রহণ পরিচালনা : রামানন্দ সেনগুপ্ত. চিত্রগ্রহণ : পিন্টু দাসগুপ্ত, সম্পাদনা : শিবসাধন ভট্টাচার্য, শিল্প উপদেষ্টা : সুবোধ দাস, শিল্প নির্দ্দেশনা : গৌর পোদ্দার, রূপসজ্জা : ভীম নস্কর, সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়, শব্দগ্রহণ : প্রবীর মিত্র, অনিল দাসগুপ্ত, সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, নৃত্য পরিকল্পনা : ভানু দে, রসায়নাগারে : জ্ঞান ব্যানার্জি, কমল দাস, কালীপদ দাস, সুনীল ব্যানার্জি, সুজিত দাস, শম্ভু দাস ও স্বপন নন্দী, কর্ম্মসচিব : সুখেন চক্রবর্তী, ব্যবস্থাপনায় : পাঁচুগোপাল দাস, ভাষ্যে : প্রণতি মিত্র মুস্তাফী, পরিচয় লিখন : দিগেন ষ্টুডিও, স্থির চিত্র : এডনা লরেঞ্জ, রানা লোধ, প্রচারে : ধীরেন মল্লিক।

সংগঠনে : দেবু সিন্‌হা

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনা : শঙ্কর রায়, তরুণ দাশগুপ্ত, অরুণ চক্রবর্তী, চিত্রগ্রহণ : বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, অলোক কুণ্ডু, বাউড়ীবন্ধু জানা, শিল্প নির্দ্দেশনা : রবি দাশগুপ্ত, নারায়ণ দাস, রূপসজ্জা : অজিত মণ্ডল, শব্দগ্রহণ : মহাদেব দাস, বাবাজী শামল, ব্যবস্থাপনা : দুলাল সাহা, সম্পাদনা : দেবী চক্রবর্তি, অরুণ দত্ত, সঙ্গীতগ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা : বলরাম বারুই, প্রভাত, অরিন্দম, শ্রীদীপ ও ধনঞ্জয়, আলোক সম্পাতে : নবকৃষ্ণ বেহুরা, অমূল্য দাস, অজিত দাস, তুলসী মিত্র, প্রভাস ভট্টাচার্য, সুনীল শর্ম্মা, তারাপদ মান্না, কাশী কাহার।

কাহিনী

বাবা মারা যাবার পর এক বছর চুপচাপ থেকে বড় ছেলে ফটিকচাঁদ বিধবা মাকে বলে কয়ে পৈত্রিক ভিটেটি নিজের নামে লিখিয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু বড় বৌ এতে খুব আপত্তি তুলল, কারণ এটা পাপ। ফটিকের পরে আরও দুই ভাই বর্ত্তমান। মেজ ভাই নিমাইচাঁদ যখন বড় ভাইয়ের ব্যাপারটা মেজবৌ মারফৎ শুনল তখন বুঝল এ বাড়ী তাকে ছাড়তেই হবে। কারণ বড় ভাইয়ের প্যাঁচ সে জানে। আর এটাও জানে বড় ভাইয়ের হাতে মোটা টাকাও আছে; সেদিক থেকে সে কমজোরী, কারণ সামান্য একটা কেরাণীগিরি করেই সে তার সংসার চালায়। বড় ভাই নিঃসন্তান কিন্তু মেজ ভাইয়ের একটি ছোট মেয়ে আছে তাই শান্তিপ্রিয় মেজভাই মেজবৌকে চুপচাপ থাকতে বলে। বড় ভাসুরের এই জঘন্য ব্যবহারটাকে মেজবৌ কিছুতেই মেনে নিতে পারল না। যার ফলে সে ভাসুরের বাড়ী বাগানোর চক্রান্তে সামিল হয়ে শ্বাশুড়ীর মন জয় করার চেষ্টায় মেতে উঠল। ফলে এক দিন ভাসুরের বিষ নজরে পড়ে খুবই বিপদগ্রস্ত হল। শেষ পর্যন্ত মেজভাইকে শান্তি বজায় রাখতে পৈত্রিক ভিটে ছেড়ে পালাতে হল বড় ভাইয়ের অত্যাচারে।

বড়বৌয়ের কথায় বড় ভাই ফটিক দিন পনেরর জন্য ছোট শালীর বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিল। সে ভেবেছিল বাড়ীতে ফিরলেই মা বাড়ীটা তার নামে লিখে দিতে বাধ্য হবে। কিন্তু তার আশায় বাদ সাধল ছোট ভাই মাণিকচাঁদ। বড় ভাই বাড়ীতে ফিরেও বাড়ীতে ঢুকতে পেল না।

কেন ?
?
?
?

(১)

সুর—শৈলেশ রায়

জীয়ারা উড়ু উড়ু যায়ে
নজরে ঝুক ঝুক যায়ে
ক্যায়সে ইয়ে পরেসানী
ইসকো কহতে হ্যায় জওয়ানী
দিল কহতা হ্যায় পনছী বনকর
দূর কহী চলি যাঁউ
যাহা মিলে মেরে মনকী মিতুয়া
ওহি পে ম্যায় বস যাঁউ।

(২)

কথা—শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সঙ্গীত—কালীপদ সেন
শিল্পী—শক্তি ঠাকুর

ও কুইনে নজর দিলে
কুইনিন গিলে ফিরতে হবে
ও যে এসি কারেন্ট টানবে কাছে
ডিসি হয়ে ধাক্কা দেবে।
ও কুইনে নজর দিলে—
তাই বলছি, ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা তারে
ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা তারে
দূর থেকে দেখো
কাছে গিয়ে মিছিমিছি বিপদ কেন ডাকো
বিপদ কেন ?
তোমরা বা কেউ ওমর খৈয়াম
হয়তো বা দেবদাস
নিজের হাতে পরতে হবে
নিজের মরণ ফাঁস
মনে রেখো।

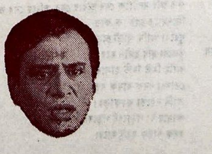

গান

পুলিশ অফিসারের মেয়ে
ছুঁলেই সর্বনাশ
করলে রিপোর্ট থানায় গিয়ে
মারবে ডিস্থম ডাস
তাই বলি বন্ধু—
পাড়াটাকে আলো করে করছে করুক বাস
বামন হয়ে করিস কেন
চাঁদকে পাবার আশ
তাই আবার বলছি
ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা তারে
দূর থেকে দেখো
কাছে গিয়ে মিছিমিছি বিপদ কেন ডাকো
ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা তারে
দূর থেকে দেখো—দূর থেকে দেখো—

(৩)

কথা—শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সঙ্গীত—অসীম চাটার্জী
শিল্পী—শক্তি ঠাকুর

মাগো—
তোমাকে প্রণাম মাগো তোমাকে প্রণাম
মা যে আমার মহীয়সী
তোমার পায়ের ধূলো মাগো
মাথায় রাখিলাম—
এই মিনতি করি মাগো একশ বছর বাঁচো
সেনচুরি কর মাগো সেনচুরি কর
অবাক হয়ে দেখবে সবাই তুমি সুখে আছো
পাশটা করে চাকরী নেব মাইনে পেয়ে তোমায় দেব
তোমার আশীর্বাদে আমি সাহেব সাজলাম
আমি জেনটেলম্যান হলাম আমি হলাম জেনটেলম্যান
জেনটেলম্যান জেনটেলম্যান। জেনটেলম্যান
(সংলাপ) আইবাপ্! মানকে সে মাণিকবাবু
হয়ে গেছিসরে!
বাবা নামটা রেখেছিলো আদর করে মাণিকচাঁদ
বাবা নামটা রেখেছিলো—
তবু মানকে বলে ডাকে সবাই
বদলে দিয়ে নামের ছাঁদ
বাবা নামটা রেখেছিলো আদর করে মাণিকচাঁদ
বাবা নামটা রেখেছিলো

এই পোষাক পরে বুঝলি হাবু
আজ মামকে হল মাণিকবাবু
এই সাজের বাহার ফিরিয়ে দিল
ভুলে যাওয়া বাপের নাম
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম
(সংলাপ) এই কৃষ্ণ ! সত্যি বলছি দারুণ মানিয়েছে
কে দিলরে ?
কে দিলে
বড়দার মাথায় টুপী দিয়ে
বড়দার মাথায় টুপী দিয়ে প্যানট বানালাম
মেজদার গায়ে হাত বুলিয়ে সার্ট বানালাম
জুতো কিনে উপরি ছিল
রুমাল মোজা ম্যানেজ হলো
এ সবই ভাই ভাগ্যবতী মায়ের দেওয়া দান
(সংলাপ) কালা নাকি ?
কালা নয় দাদা মে-মেজাজ
পোষাকেতে মেজাজ আসে
প্রাণে আসে গান
আ - আ - আ - দা - দা - দা - মা - নি - নি
নি - গা - মা - গা - নি - সা সানিধা
গাড়ী ঘোড়া সরে যা
সরে যা সরে যা সরে যা
আমি আর আমাতে নেই আমি শাজাহান
আমি শাজাহান আমি শাজা—

(৪)

কথা— সমীর ঘোষ
সঙ্গীত—অনুপম মুখার্জী
শিল্পী—তরুণ বন্দোপাধ্যায়
শ্যামাশ্রী মজুমদার

আবদল্লা—মর্জিনারে — মর্জিনা
মর্জিন—আবদল্লারে আবদল্লা
আবদল্লা—ও মর্জিনারে মর্জিনা
আর বান্দা হয়ে থাকছি না
মর্জিনা—বলিস কিরে আবদল্লা
আবদল্লা—হাঁরে—
শুনলে কানে লাগবে তালা
দেখল আমায় পোদাতল্লা
আমি নসীব আমার বদলে ফেলেছি
মর্জিনা—ও—তাই বুঝি ঐ কাঠকুড়ুনীর সঙ্গে জুটেছিস
যখন তখন ফুস্থর ফুস্থর করতে লেগেছিস
আবদল্লা—আরে ছি ছি ছি তুই বললি এটা কি
এ নসীব সে নসীব নয় আমি
খোয়াব দেখেছি—
মর্জিনা—আমি কি জানতে পারি বলবি সেটা কি ?

আবদল্লা—আমি খোয়াব দেখেছি
আমি বাদশা হয়েছি
তোকে বেগম করেছি
মর্জিনা—আ—মরে যাই—
তোর খোয়াব দেখার মুখে আমি ঝাড়ু মেরেছি
আবদল্লা—মর্জিনা তুই ঝাড়ু মারিস না
বড় ব্যথা লাগবে বুকে কেন বুঝিস না
না না মর্জিনা তুই ঝাড়ু মারিস না
মর্জিনা—চুক চুক চুক তাই নাকিরে ?
বেশ বাবা বেশ বেগম হয়েছি
আবদল্লা—আমি বাদশা হয়েছি
মর্জিনা—আমি বেগম হয়েছি
আবদল্লা—আমি বাদশা হয়েছি
আবদল্লা + মর্জিনা—দুজনে দুজনকে কাছে পেয়েছি
ঝমঝমাঝম নেচে চলেছি

(৫)

কথা—সমীর ঘোষ
সঙ্গীত—অনুপম মুখার্জী
শিল্পী—আরতি মুখোপাধ্যায়

আমি নইতো কাকাতুয়া
আমায় যা পড়াবেই পড়বো
ধমক ধামক যতই মারো
নিজের মতই চলবো
পড়াশুনা করে বোকায়
ধানদা যখন সবার টোকায়
নেইকো বাবা মিথ্যে ধোঁকায়
আমি টুকে পাশ করবো
হুঁ ধমক ধামক যতই মারো
প্রাণে প্রাণে গানে গানে
যাবো আমি ছড়িয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে
কত সুরে মনটাকে নেব ভরিয়ে নেব ভরিয়ে নেব ভরিয়ে
সিনেমাতে প্লেব্যাক করে
ঘুরবো আমি গাড়ী চড়ে
তুলবো ছবি রঙ্গীন হবে
আমি মিষ্টি মিষ্টি হাসবো
তোমরা ধমক ধামক যতই মারো
আমি নইতো কাকাতুয়া
আমায় যা পড়াবেই পড়বো
ধমক ধামক যতই মারো

রূপায়ণে :

ছায়াদেবী, কালী ব্যানার্জী, মাধবী চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর ত্রিবেদী
সমীরা ত্রিবেদী ও নাম ভূমিকায় শক্তি ঠাকুর

শর্মিষ্ঠা চট্টোপাধ্যায়, মেনকা দাস, অজন্তা কর, বিউটি মুখার্জি; রুমকী, শম্ভু ভট্টাচার্য্য, নিতাই রায়, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য্য, বাদল দে, কল্যাণ মজুমদার, শ্যামসুন্দর দাশগুপ্ত, নীহার চক্রবর্তি, সুশীল চক্রবর্তি, রবীন্দ্র চৌধুরী, বঙ্কিম চৌধুরী, রবীন বন্দোপাধ্যায়, রবীন চট্টোপাধ্যায়, সুবীর ঘোষ, ইন্দ্রনীল পাল, জ্যোতিষ্ক রায়, নির্ম্মাল্য গুহ, দেবানন্দ সেনগুপ্ত, রানা লোধ, অরুণ দত্ত, দিলীপ উৎপল, ইন্দ্রনীল, সমীর, নরোত্তম, অরিন্দম, তুলসী, তপন, রন, অসীম এবং আরও অনেকে ।

কণ্ঠ সঙ্গীতে:

আরতি মুখোপাধ্যায়, শ্যামশ্রী মজুমদার, তরুণ বন্দোপাধ্যায়
লীনা চক্রবর্তী ও শক্তি ঠাকুর ।

নৃত্যে :

বর্ণালী মিত্র ও তিমির রায়

ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরটরীজে পরিস্ফুটিত, আনন্দ চক্রবর্তির তত্ত্বাবধানে টেকনিশিয়ানস ষ্টুডিওতে অন্তঃদৃশ্য গৃহীত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

দেবু সিনহা, আটলানটা ক্লাব, রসাশক্তি সেবক সঙ্ঘ, চিত্রা গাঙ্গুলী, ডাঃ পি, কে, রায় চৌধুরী ও অসিত মণ্ডল, ডাঃ গৌতম চক্রবর্তী (হোমিও) ।

বিশ্ব পরিবেশনা :

শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-১৩